19 APR 2016

শিক্ষার্থী নির্যাতন থেমে নেই

অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা নিন

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করে পরিপত্র জারি করা হয়েছিল ২০১০ সালে। শিশুর মানসিক বিকাশের অন্তরায় বলেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। ২০০৮ সালেও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করে পরিপত্র জারি করেছিল। কিন্তু দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো কি সেই নিষেধাজ্ঞা মানছে? প্রায়ই শিক্ষকের দেওয়া শাস্তি ভোগ করে অনেক শিক্ষার্থীর আহত হওয়ার খবর আসে সংবাদমাধ্যমে। এর অর্থ, পরিপত্র সঠিকভাবে মানা হচ্ছে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও এ ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। অন্যদিকে সরকারি ব্যবস্থাপনার বাইরে থাকা মাদ্রাসাগুলোতেও যে এই নির্দেশনা মানা হচ্ছে না, তার প্রমাণ ফেনী সদরের চাড়িপুরের মিসবাহুল কোরআন ওয়াস সুন্নাহ মাদ্রাসা। এই প্রতিষ্ঠানের হিফজ বিভাগের ছাত্র শিশু শুভকে ফ্যানের সঙ্গে বেঁধে পিটিয়ে আহত করা হয়েছে। কোনো চিকিৎসা না দিয়ে আহত শিশুটিকে আটকে রাখা হয়। খবর পেয়ে তার বাবা সেখান থেকে ছেলেকে উদ্ধার করে আনেন। কী অপরাধ ছিল শিশুটির? নবজাতক ভাই ও মাকে দেখতে যেতে চেয়েছিল সে। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ ছুটি না দেওয়ায় পালাতে চেয়েছিল সে, পারেনি। অবাধ্যতার শাস্তি হিসেবে প্রথমে বেত্রাঘাত, পরে ফ্যানের হুকের সঙ্গে বেঁধে ক্রিকেট স্টাম্প দিয়ে বেধড়ক পিটিয়ে আহত করা হয় তাকে। চিকিৎসকরা বলছেন, পেটানোর ফলে শিশুটির দুই পায়ের বিভিন্ন স্থানে রক্ত জমাট বেঁধে গেছে। অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। মাদ্রাসাসংশ্লিষ্ট কেউ সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে রাজি হননি।

আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, শিক্ষকতার দায়িত্ব নিয়ে যাঁরা আসবেন তাঁরা কেন এমন অমানবিক আচরণ করবেন! শিশুদের কেন শাস্তি ভোগ করতে হবে? এসব দেখার দায়িত্ব কার? তারা কি সেই দায়িত্ব পালন করছে? আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদেও শিশুর ওপর দৈহিক ও মানসিক চাপ সৃষ্টি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সেই সনদে অনুস্বাক্ষরকারী দেশ। বাংলাদেশের দণ্ডবিধিতেও এ-সংক্রান্ত আইন রয়েছে। তার পরও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিশুর ওপর নির্যাতন বন্ধ হচ্ছে না কেন?

আমাদের দেশের অনেক শিক্ষকই প্রশিক্ষণ না নিয়ে শিক্ষকতায় যোগ দেন। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় এই সংকট আরো তীব্র। এখানে শিক্ষকদের কোনো প্রশিক্ষণ নেই। শিশুর মানসিক গড়ন ও বিকাশ সম্পর্কে কোনো ধারণা না নিয়েই অনেকে মাদ্রাসা শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত হন। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে শিশুর মানসিক বিকাশ বিঘ্নিত হবে। কাজেই শ্রেণিকক্ষে নির্যাতন বন্ধ করতে হবে। সেই সঙ্গে শুভকে যে শিক্ষক নির্যাতন করেছেন, তাঁকে আইনের আওতায় আনতে হবে। শিক্ষার্থী নির্যাতন বন্ধে অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে—এই প্রত্যাশা আমাদের।